গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

**প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১.০ | **প্রকল্পের নাম** | : | ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প ৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) |
| ২.০ | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। |
| ৩.০ | **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** | : | কৃষি মন্ত্রণালয়। |
| ৪.০ | **প্রকল্পের অবস্থান** | : | ৫ টি বিভাগের ২৬ টি জেলার ৮৮টি উপজেলা। |
| ৫.০ | **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়** | : | মূল: ১১৮৭২.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)। ১ম সংশোধিত-১৩৫৩৭.২৪৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)। ২য় সংশোধিত: ১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকৃত ব্যয়: ১৬৮৫০.৬৭ |
| ৬.০ | **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল** | : | জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। |

**৭.০ প্রকল্পের পটভূমি:**

বাংলাদেশের সেচ কার্যাদি বেশির ভাগ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন হ্রাস পাওয়া তথা নিম্নমুখী হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক জলাশয় ও শাখা নদীগুলিতে পানির উৎস দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ল্যান্ডবেইজড পাম্পের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহারে সেচের সুযোগও হ্রাস পাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে নদী এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানির স্তর শাখা নদ-নদী, খাল-বিলের পানির স্তরের চেয়ে নিচে নেমে যায় এবং ফসলী জমি থেকে পানির স্তর অনেক নিচে থাকে। যে কারণে ল্যান্ডবেইজড পাম্পগুলি দিয়ে সরাসরি জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করা সহজ নয়। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বৃহত্তর ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পের (২৫ কিউসেক, ১২.৫ কিউসেক, ১০ কিউসেক এবং ৫ কিউসেক) মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পানি উত্তোলন করে নদী থেকে খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রতর পাম্প (২ কিউসেক, ১ কিউসেক এবং ভগ্নাংশ পাম্প) ব্যবহার করে খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয় হতে ২য় বার পানি উত্তোলন করে ফসলের জমিতে সরবরাহ করা হয়। ধারাবাহিকভাবে দুটি পর্যায়ে নদী/খাল/জলাশয় থেকে ফসলের জমিতে সেচের পানি সরবরাহের কৌশলটিকে দ্বি-উত্তোলন বা ডাবল লিফটিং বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ভাসমান পাম্প এবং ল্যান্ডবেইজড পাম্প ব্যবহার করে সেচ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ''ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি (১ম ও ২য় পর্যায়) জুলাই-১৯৯৯ থেকে জুন-২০১৪ মেয়াদে ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে অতিরিক্ত ৬৪২২০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতিবছর ১৬৫৫০.৫০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা রয়েছে এবং আরো প্রায় ১৩ লক্ষ হেক্টর জমি এখনও সেচের আওতায় আনা প্রয়োজন। উক্ত জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রকল্পের ৩য় পর্যায় প্রস্তাব করা হয়।

**৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫,২৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে. টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফসলের জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং প্রকল্প এলাকার কৃষকের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন করা।

৯.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

সেচ অবকাঠামো/ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ ও স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ভূ-উপরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ, বিভিন্ন আয়তনের পাইপ কালভার্ট নির্মাণ, আরসিসি ওভারহেড চ্যানেল নির্মাণ, ২৫-কিউসেক ভাসমান পাম্প স্কীমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, ১২.৫- কিউসেক ভাসমান পাম্প স্কীমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, ৫-কিউসেক পাম্প স্কীমে বৈদ্যুতিক লাইন (ট্রান্সফরমার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ সহ) নির্মাণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজ।

## খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

১০.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, ইত্যাদি) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, সেটি বেজলাইন সার্ভের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্তসহ উপস্থাপন করতে হবে;

১০.৪ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কী পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১০.৯ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১০ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষেয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১১ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করণে গৃহিত পদক্ষেপ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS করা;

১০.১৩ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.১৪ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতেচ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১০.১৫ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যেমন: কতটি অডিট ও কত টাকার ইত্যাদি); এবং

১০.১৬ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১১.০ **ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:**

| ক্র: নং | ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|
| ১) | পরামর্শক ফার্ম | - | • প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২) | ক) টিম লিডার | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। | • পেশাগত কাজে ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সেচ ব্যবস্থাপনা কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;<br>• ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা;<br>• পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এর বিষয়ে সম্যক কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;<br>• কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং<br>• প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
| | খ) মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। | • সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা;<br>• ন্যূনতম ২ টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| | গ) জুনিয়র লেভেল ইঞ্জিনিয়ার | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল /সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। | • সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা;<br>• ন্যূনতম ২ টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা; |
| | ঘ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। | • পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| | ঙ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/পরিসংখ্যান/সমাজ বিজ্ঞান/অর্থনীতি/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বা অনুরূপ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। | • পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা।<br>• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ/ প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম ০৩টি কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।<br>• বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও পরিসংখ্যানিক কাজের অভিজ্ঞতা। |

বিঃদ্রঃ পরামর্শক ফার্ম/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত হতে হবে।

**১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

| ক্র: | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি |
| ২. | ১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি |
| ৩. | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা) |
| ৪. | চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ৯ কপি (টেকনিক্যাল) |
| ৫. | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী) | চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে | ৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০) কপি |

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

**১৩.০ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

২৬/৭/২০২০

মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার